তারিখ 14 APR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

নকল প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হোক

কয়েকদিন হোল সারাদেশে মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এরই মধ্যে আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতায় অসংখ্য গণটোকাটুকির সংবাদ পেয়েছি। এমন কি বই খুলে পরীক্ষা দেওয়ার মত কিংবা পরীক্ষার খাতা নিয়ে বাইরে চলে যাওয়ার মত ঘটনার সাথেও পরিচিত হয়েছি। কিন্তু এতসব ঘটনার সাথে পরিচিত হওয়ার পরও কি আমাদের দেশের শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ঘুম ভাঙ্গছে না? দেশের শিক্ষার মানদণ্ড ক্রমেই নীচে নেমে যাচ্ছে। অথচ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এ কথা আমরা সগর্বে বলি। কিন্তু শিক্ষা যদি মেরুদণ্ডহীন হয়, তবে তা জাতির মেরুদন্ড রক্ষা করবে কি করে?

আগামী জুন মাস নাগাদ হয়তো সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। ইতিমধ্যেই শহুরে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা মফঃস্বল কলেজগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আর সেখানকার এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী শিক্ষক নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদেরকে নকল করার সুযোগ প্রদানে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কিন্তু তারা কি একবারও চিন্তা করেন না যে, তারা এভাবে দেশকে উন্নতির পরিবর্তে অবনতির দিকে নিয়ে চলছেন। শুধু তা-ই নয়, তারা নানা প্রকার প্রতারণার সাহায্যে সরকারী নিষেধাজ্ঞাকেও অমান্য করতে দ্বিধাবোধ করেন না। সরকারী নিষেধাজ্ঞা মোতাবেক "কোন পরীক্ষার্থী যদি একবার কোন কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হতে না পারে তবে সে পুনরায় পরীক্ষা দিতে চাইলে তাকে সেই কলেজ থেকেই পরীক্ষা দিতে হবে"। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, যে সকল পরীক্ষার্থী গত বছর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের অধিকাংশই এবার নুতন করে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে মফঃস্বল কলেজগুলো থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, যে সকল কলেজে নকলের সুবিধা বেশী সে সকল কলেজেই ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় বেশী। এসব কেন্দ্রের মধ্যে ঘোড়াশাল, শ্রীপুর, সোনারগাঁ, সিরাজদীখান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

যদিও কিছু কিছু শিক্ষক রয়েছেন যারা নকলের বিরোধিতা করেন। তারাও লাঞ্ছনার ভয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নকলে বাধা দিতে সাহস পান না। নকলে বাধা দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে পরীক্ষা পরিদর্শক কিম্বা পুলিশদেরকেও ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়। তাই পরিদর্শকগণ এখন ঐ সমস্ত কেন্দ্রে এসেই আবার সংগে সংগে চলে যান। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের নকলের প্রবণতা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

বস্তুতঃ নকলের এই প্রবণতাকে রোধ করার দায়িত্ব শুধুমাত্র শিক্ষকদের নয়। শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা তথা প্রতিটি সচেতন নাগরিকের। সবচেয়ে বড় কথা হলো মফঃস্বল শিক্ষকগণ যদি তাদের সেই হীন মনোবৃত্তিকে পরিবর্তন করতে না পারেন তবে নকলের প্রবণতাও কখনো রোধ করা সম্ভব হবে না। তাই সে সব শিক্ষক তথা শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রতি অনুরোধ, আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা থেকে শুরু করে ভবিষ্যতে আর কোন দিন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা নকল করতে না পারে সে জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং দেশ গড়ায় সহায়তা করুন।

মোঃ ফখরুল হাসান (শিমুল)